

## জঙ্গিদের রুখতে না পারলে বিপন্ন হবে দেশের অস্তিত্ব - আজিজুল হক

হাসান



সুব্রত দাস

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক বলেছেন, দেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ইসলামের নামে যেসব ধ্বংসাত্মক জঙ্গি আক্রমণ শুরু হয়েছে তাকে সরাসরি রুখে দিতে না পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

গতকাল সকালে রাজশাহী মহানগরীর চোন্দপাই.এ অবস্থিত তার নিজ বাসবন 'উজান'.এ সারাদেশে অব্যাহত বোমা হামলা ও জঙ্গি উত্থান নিয়ে আজকের কাগজের সঙ্গে সাক্ষাতকারে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, এত ব্যাপক জঙ্গি হামলা, এত অত্যাধুনিক বোমা ও বিস্ফোরকের ব্যবহার এবং আত্মঘাতী বোমাবাজরা স্পষ্টভাষায় কোনরকম রাখঢাক না করেই তাদের মদদদাতাদের নাম যেভাবে প্রকাশ করেছে তাতে বোঝাই যায় জোট সরকার এই ব্যাপক হামলার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত আছে। তিনি বলেন, বিশেষ করে জোট সরকারের শরিক জামাত চক্র সরাসরি এরসঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয়। এটা এখন আর আমার বা কারো ব্যক্তিগত মত নয়। এটা এখন গৃহীত সত্য বলেই সবাই ধরে নিয়েছে। কাজেই বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তার সমগ্র প্রশাসন আজকের মহাবিপর্ষয় থেকে জনগণকে রুখতে পারবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই।

তিনি বলেন, আমার আরও মনে হয় এই অবস্থায় বিরোধী যারা আছে তারাও শুধুমাত্র প্রতিবাদ, মিছিল হরতালের দ্বারা জঙ্গিবাদের ওই আক্রমণ রুখতে পারবে না। রাজনৈতিকভাবে তারা তেমন কোনও প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বলেও মনে হয় না।

আমার গর্হিত মত এই যে, রাজনৈতিকভাবে এই বিপদ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে গেলে জনগণের সংঘবদ্ধ শক্তিকে যে কোনও প্রকারে হোক সঙ্গে নিতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, আজকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো জনগণকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে যদি সর্বশক্তি প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে এই সংকট থেকে দেশ উদ্ধার পাবে না।

আর যখন দেশেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে সেখানে শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সংস্কৃতি সবই যে চরম বাধার মুখে পড়বে তাতে সন্দেহ কি. তিনি যোগ করেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তো দূরের কথা এমনকি এদেশের সাধারণ মানুষেরও দৈন্দন্দিন সামাজিক জীবন শুদ্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়বে, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বিচার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হ্রবির হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। সাধারণ বুদ্ধিতেই এসব বোঝা যায়। এই প্রবল শক্তিকে জনজোয়ার সৃষ্টি করেই রুখে দেওয়া যেতে পারে।